কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 18 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

সিআইডি বলছে, এখন কাজ সন্দেহভাজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ

প্রথম ময়নাতদন্ত কর্মকর্তাকে আইনের আওতায় আনার দাবি

আবুল কাশেম হৃদয়
কুমিল্লা ▷

ডিএনএ প্রতিবেদনে সোহাগী জাহান তনুকে ধর্ষণ করার আলামত পাওয়ার পর এখন সিআইডি সন্দেহভাজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে পরবর্তী তদন্তকাজ শুরু করবে।

তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অভিযুক্তদের আইনের আওতায় এনেই তাদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে গ্রাপ্ত আলামতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। ডিএনএ নমুনায় ধর্ষণ করার আলামত মেলার পর প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট যারা দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে সোচ্চার হয়েছেন কুমিল্লার বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা।

তনুর কাপড়ে তিনজন পুরুষের বীর্যের নমুনা এবং তাদের ডিএনএর পূর্ণাঙ্গ প্রোফাইল পাওয়ার খবরটি প্রচারিত হওয়ার পর থেকে তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এক ধরনের চাপে আছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ডিএনএ রিপোর্ট নিয়ে কথা বলতে চাইলে সিআইডির কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের পুলিশ সুপার ডক্টর নাজমুল করিম খান তনু হত্যা মামলা বা ডিএনএ প্রতিবেদন নিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না বলে জানান। পরে তাঁকে ফোনে আবার একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'যেহেতু আমরা ডিএনএ নমুনা পেয়েছি সেহেতু আমাদের পরবর্তী কাজ সন্দেহভাজনদের নমুনা সংগ্রহ করা। আমরা সেদিকেই যাব।' একই প্রশ্ন করা হলে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার আবদুল কাহ্হার আকন্দ বলেন, 'এখন সন্দেহভাজন খুনিদের ডিএনএ সংগ্রহের পালা। আমরা ওই কাজটি এখন শুরু করব।'

তবে ডিএনএ নমুনা কিভাবে সংগ্রহ করা হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তারা এখন পর্যন্ত সন্দেহভাজন কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করতে পারেননি। তাঁরা যা করেছেন তা হলো বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। সিআইডি যে ১২ জনের নাম উল্লেখ করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সেনা কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়েছিল তা এখনো

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

সিআইডি বলছে, এখন কাজ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মেলেনি। তাদের কাছ থেকে জবাব আসে সেনানিবাসে এসে জিজ্ঞাসাবাদের। ফলে এ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়ে আছে।

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান ডা. কামদা প্রসাদ সাহা জানিয়েছেন, 'সিআইডির কাছে আমরা লিখিতভাবে ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন সরবরাহ করতে বলেছি। কিন্তু এখনো আমাদের সেই প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয়নি। সিআইডি প্রতিবেদন সরবরাহ করলে দুই দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন দিতে পারব।'

এদিকে তনুকে হত্যার ১৫ দিনের মাথায় প্রথম ময়নাতদন্ত কর্মকর্তা কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের প্রভাষক ডা. শারমিন সুলতানা তাঁর প্রতিবেদনে ধর্ষণের আলামত বা হত্যার কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। ওই প্রতিবেদন ও প্রভাষকের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছেন কুমিল্লার বিশিষ্ট নাগরিকরা।

প্রথম ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক শারমিন সুলতানাকে আইনের আওতায় আনারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার বলেন, প্রথম ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার পর জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। জনগণকে যারা বিভ্রান্ত করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা উচিত। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকের আচরণ রহস্যজনক। তিনি ময়নাতদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও সংরক্ষণ করেননি।

প্রথম ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসককে রিমান্ডে নিয়ে রিপোর্ট প্রভাবিত করার কারণ জানতে চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার কুমিল্লা জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট নাজমুল আলম চৌধুরী নোমান। তিনি ওই প্রতিবেদন দিতে কারা ওই ডাক্তারকে চাপ দিয়েছিল তা খতিয়ে দেখার দাবি করেন। তনু হত্যার বিচার ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করে ওই চিকিৎসক শপথ ভঙ্গ করেছেন কার স্বার্থে তা জানা দরকার। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত।

সচেতন নাগরিক কমিটি কুমিল্লার সাবেক সভাপতি আলহাজ শাহ মো. আলমগীর খান বলেন, দেরিতে হলেও সিআইডি সত্য প্রকাশ করেছে। দেশকে বাঁচাতে হলে, দেশের মেয়েদের রক্ষা করতে হলে যারাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের অনতিবিলম্বে আইনের আওতায় আনতে হবে।

এদিকে ডিএনএ পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত পাওয়ার খবর জেনে তনুর বাবা এয়ার হোসেন ও মা আনোয়ারা বেগম সোমবার নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন। রাতেই তাঁদের সঙ্গে যেসব সাংবাদিক যোগাযোগ করেছেন তাঁদের সঙ্গে গতকাল সকালে কুমিল্লা সেনানিবাসের বাইরে কথা বলেন তাঁরা। এয়ার হোসেন বলেন, 'আমার মেয়েকে যারা ধর্ষণ করে হত্যা করেছে তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হোক।'

তিনি বলেন, 'শুরু থেকে আমি বলে আসছি, ঘটনার সময় তিনজন সেনা সদস্যকে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছে কেউ কেউ। আমার মেয়ে যাদের বাসায় প্রাইভেট পড়িয়েছে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক কিছু পাওয়া যাবে।'

এয়ার হোসেন বলেন, 'আমি গরিব। কিন্তু আমার মেয়ের হত্যাকারীদের বিচারের ব্যাপারে আমি কাউকে ছাড় দেব না। যেভাবে তারা আমার মেয়েকে হত্যা করেছে তাদের সেভাবে একটা কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক, এটা আমি চাই।'

এয়ার হোসেন বলেন, 'প্রথম ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন সঠিকভাবে দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন যাতে দ্রুত দেওয়া হয়, সেটা প্রত্যাশা করি চিকিৎসকদের কাছে।'

তনুর মা আনোয়ারা বেগম বলেন, 'আমার মেয়েকে সেনানিবাসে হত্যা করা হলো অথচ হত্যাকারীদের চিহ্নিত করতে তাদের কোনো আগ্রহ এই দুই মাসে দেখলাম না। আমার মেয়ের হত্যাকারীদের, ধর্ষণকারীদের কঠিন শাস্তি ও দ্রুত বিচার চাই। রাষ্ট্রের কাছে, সরকারের কাছে, প্রশাসনের কাছে, সাংবাদিকদের কাছে, জনগণের কাছে আমার এটাই দাবি।'

উল্লেখ্য, ২০ মার্চ রাতে কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাস এলাকার ঝোপ থেকে উদ্ধার করা হয় সোহাগী জাহান তনুর মরদেহ। এ ঘটনায় সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ২১ মার্চ প্রথম ময়নাতদন্তে ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি বলে রিপোর্ট দেয় কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগ। আদালতের নির্দেশে ৩০ মার্চ কবর থেকে তনুর মরদেহ উত্তোলন করে দ্বিতীয় দফা ময়নাতদন্ত করা হয়। দেড় মাস পার হয়ে গেলেও দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন দেয়নি ময়নাতদন্তকারী দল।